হাসির বদলে কান্না

আনিসুর রহমান

হাসি-গান-করতালি এসব নিয়েইতো আমাদের অনুষ্ঠান। কিন্তু গত ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার সিডনীর পশ্চিম পাড়া, প্লামটন কমিউনিটি সেন্টারে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম তার ব্যতিক্রম। এখানে হাসির বদলে দেখেছি বুক ফাটা কান্না।

সিডনীতে বাঙালী কমিউনিটির বয়স প্রায় চল্লিশ ছুই ছুই। এই দীর্ঘ সময়ে অনেকেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। অনেক স্ত্রী হারিয়েছেন স্বামীকে, সন্তান হারিয়েছে মাকে, পরিবার হারিয়েছে সুযোগ্য সন্তানকে। একদিন দাওয়াত থেকে দাওয়াতে যারা হৈ চৈ করে সময় কাটিয়েছেন তাদের অনেকেই আজ নিঃসঙ্গ। এদের কথা কেউ ভাবে না সে কথা বলবোনা। এ শহরে কয়েক জন মানুষ আছেন যারা এদের কথা ভেবেই রচনা করেছেন একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠান। ড. আব্দুল হক কোনো সংগঠন ছাড়াই দীর্ঘদিন সিডনীতে আয়োজন করে এসেছেন নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান। ফ্রেন্ডশিপ ডে, ট্যালেন্ট ডে এবং গুড মর্নিং বাংলাদেশ। এ বছর থেকে এই তালিকার সাথে যুক্ত হলো আরেকটি নতুন নাম - স্মরণ দিবস (Remembrance Day). তবে ড. হক এখন আর একা নন। কয়েক জন নিবেদিত মানুষ নিয়ে তিনি সম্প্রতি গড়ে তুলেছেন একটি নতুন সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান, Bangladesh Forum for Community Engagement. এই ফোরামই গত ২৫শে জানুয়ারী আয়োজন করেছিল স্মরণ সভা।

কি হলো সেই অনুষ্ঠানে? খুব বেশী কিছু নয়। কেউ কেউ হারিয়ে যাওয়া প্রিয় জনের ছবি নিয়ে এসেছিল; সেগুলি একটি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। একে একে স্মরণ করলাম তাদের সকলকে। স্ত্রী বললো স্বামীর কথা, মেয়ে বললো বাবার কথা, বন্ধু বললো বন্ধুর

কথা। কেউ মাথা নিচু করে নিরবে চোখের জল ফেললো। কেউ কথা বলতে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদলো । এর বেশী আর কিইবা করার আছে। শত ব্যস্ততার মাঝে আমরা একটু থমকে দঁড়ালাম। কান পেতে শুনলাম পৃথিবীর গভীর ক্রন্দন - "যেতে নাহি দিব", "যেতে নাহি দিব", "যেতে নাহি দিব"!

এই অসাধারণ অনুষ্ঠানটি কয়েকটি কারনে আমার ভালো লেগেছে। প্রথমেই বলতে হয় এ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা নতুনত্ব ছিল। এ ধরনের অনুষ্ঠান পারিবারিক ভাবে আগে হয়ে থাকলেও সামাজিক ভাবে আমাদের কমিউনিটিতে এই প্রথম। দ্বিতীয়ত বলবো এর ঘরোয়া পরিবেশটি ছিল চমৎকার। মঞ্চ নেই, দীর্ঘ বক্তৃতা নেই। নেই বাক্যলংকার এবং আবেগের বাহুল্য। প্রিয়জনের অকৃত্তিম ভালোবাসায় মোড়ানো এমন একটি অনুষ্ঠান ভালো না লেগে পারে!

অনুষ্ঠানটি ভালোলাগার আরেকটি বড় কারন হলো এর ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তী। একটি কমিউনিটিতে নানা ধর্মের লোক আছে। এদের সকলকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান তা অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। আয়োজকরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মসচেতন হলেও এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে অত্যন্ত সফল ভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার নিজের ছবিটি যেদিন এই অনুষ্ঠানের টেবিলে স্থান পাবে সেদিন আমি থাকবোনা কিন্তু আপনাদের সকলের জন্য থাকবে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।